১৪

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 15 OCT 1996
পৃষ্ঠা ... কলাম

প্রায় সকল ছাত্র সংগঠনেরই ছাত্ররাজনীতি বন্ধের প্রস্তাবের বিরোধিতা

আনোয়ার আলদীন॥ ছাত্ররাজনীতি সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার জন্য প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীন আহমদের প্রস্তাবে সক্রিয় সকল ছাত্রসংগঠন বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করিয়াছে। ছাত্র নেতৃবৃন্দ এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া বলিয়াছেন, সন্ত্রাস বন্ধের কার্যকর পদক্ষেপ না নিয়া ছাত্ররাজনীতি বন্ধের প্রস্তাব অনভিপ্রেত। এই প্রস্তাবের নিন্দা এবং প্রতিবাদ জানাইয়া ৬টি ছাত্র সংগঠনের জোট কেন্দ্রীয় গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য গতকাল (সোমবার) সন্ধ্যায় টিএসসিতে বিক্ষোভ মিছিল শেষে সভা করিয়াছে। ছাত্রদল অদ্য মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রতিবাদ বিক্ষোভ প্রদর্শন করিবে। তবে ইসলামী ছাত্রশিবির ছাত্ররাজনীতি বন্ধের প্রস্তাব সম্পর্কে গতকাল কোন মন্তব্য করে নাই।

এদিকে সরকারী দলের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ইসহাক আলী খান পান্না গতকাল প্রেসিডেন্টের প্রস্তাবের বিরোধিতা *(১১ পৃঃ দ্রঃ)*

ছাত্র রাজনীতি

(১ম পৃঃ পর)

করিয়া বলেন, ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করিলেই সন্ত্রাস বন্ধ হইবে বলিয়া আমি মনে করি না। ছাত্র রাজনীতির সুফলের কারণেই বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ আজ প্রেসিডেন্ট হইতে পারিয়াছেন। এদেশের ইতিহাস মূলতঃ ছাত্র রাজনীতিরই ইতিহাস। '৫২ হইতে '৯৬ সবই ছাত্র রাজনীতির সুফল। পান্না বলেন, বিগত সরকারগুলি গদি রক্ষার জন্য ছাত্র রাজনীতিতে সন্ত্রাসের অনুপ্রবেশ ঘটাইয়াছে। এই ধারার চির অবসান চাই। ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করিয়া নয় বরং সন্ত্রাস প্রতিহত করিয়া শিক্ষা কার্যক্রমের সহায়ক একটি সৃজনশীল ধারার ছাত্র রাজনীতিকে প্রতিষ্ঠিত করা একান্ত আবশ্যক।

ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সভাপতি শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি বলেন, সাবেক প্রেসিডেন্ট এরশাদও ক্ষমতায় টিকিয়া থাকার জন্য ছাত্র রাজনীতি বন্ধের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু কার্যকর করিতে পারেন নাই। প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীন আহমদ ছাত্র রাজনীতি বন্ধের প্রস্তাব এবং ছাত্র রাজনীতিকে 'তথাকথিত' আখ্যায়িত করিয়া 'গর্হিত' কাজ করিয়াছেন। আমাদের চেতনায় ক্ষত সৃষ্টি করিয়াছেন। এ্যানি বলেন, ছাত্র রাজনীতি বন্ধের যেকোন অপচেষ্টা ছাত্রদল প্রতিহত করিবে।

গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য ভুক্ত ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি আসলাম খান প্রেসিডেন্টের প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া বলেন, সন্ত্রাসের জন্য ছাত্র রাজনীতি দায়ী নয়। ইহার জন্য একটি চিহ্নিত গোষ্ঠী দায়ী। তাহাদের ছত্রছায়ায় সন্ত্রাস হয়। কেবল শিক্ষাঙ্গনে নয়, সারা দেশেই তাহারা সন্ত্রাস চালাইতেছে। ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করিলেই জাতীয় জীবনে স্থিতি আসিবে না। আসলাম খান বলেন, সন্ত্রাস নামক ব্যাধির জন্য ছাত্ররাজনীতির মুণ্ডুপাত না করিয়া নিরাময়ের কার্যকর ব্যবস্থা নিন। দেখিবেন সন্ত্রাস বন্ধ হইবে।

এদিকে ছাত্ররাজনীতি বন্ধের প্রস্তাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গিয়াছে। বিপুলসংখ্যক সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী প্রেসিডেন্টের প্রস্তাবের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করিয়াছে। শিক্ষকদের অনেকেই ছাত্ররাজনীতি বন্ধের পক্ষে মতামত দিয়াছেন। তাহাদের মতে সাময়িকভাবে ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করা হইলে বিশেষ করিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হইবে। ছাত্ররা ছাত্ররাজনীতির 'জুজুভীতি' মুক্ত হইতে পারিবে।

এদিকে ছাত্ররাজনীতি বন্ধের প্রস্তাবের নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাইয়া জাতীয় ছাত্রসমাজের সভাপতি আলমগীর সিকদার লোটন ও সাধারণ সম্পাদক সারোয়ার হোসেন টিটু গতকাল এক বিবৃতিতে বলেন, সন্ত্রাস বন্ধের ব্যর্থতার জন্য সরকার দায়ী। এই জন্য ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করা যাইবে না।

ছাত্রমৈত্রীর সভাপতি জিয়াউল হক জিয়া ও সাধারণ সম্পাদক দীপংকর সাহা টিপু এক বিবৃতিতে প্রেসিডেন্টের বক্তব্য প্রত্যাহারের দাবী জানান। সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট, জাতীয় ছাত্র সম্মেলন '৯৬, ছাত্র ঐক্য ফোরাম, জাতীয় ছাত্রলীগ, গণতান্ত্রিক ছাত্রলীগ, ছাত্র আন্দোলন প্রভৃতি ছাত্র সংগঠন অনুরূপ বিবৃতি প্রদান করিয়াছে।